যায়যায়দিন

তারিখ 13 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

অবহেলিত মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর ব্যবস্থা নিন

বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি উজ্জ্বলতম অধ্যায় হচ্ছে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ। একটি স্বাধীন ভূ-খণ্ডের আশায় দেশে দেশে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা বিশ্বজুড়ে অনেক রয়েছে। তবে বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ আলাদা মাহাত্ম্য বহন করে এজন্য যে এই যুদ্ধে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রাণপণ লড়াই করে মাত্র নয় মাসে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেয়ার ঘটনা আর কোথাও নেই। ১৯৫২ সালে একমাত্র বাংলার সূর্যসন্তানরাই মায়ের মুখের ভাষাকে রক্ষা করতে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছজ্ঞান করার মতো ঔদার্য দেখাতে পেরেছিল। তাদের এ মহান আত্মত্যাগের মহিমা কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাসে কতভাবে বর্ণিত হয়েছে তা কখনো বলে শেষ করা যাবে না। ১৯৫২ সালের পর থেকে আজো পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ প্রতিবছর সাড়ম্বরে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা-শহীদ দিবস হিসেবে পালন করার মাধ্যমে শ্রদ্ধাভরে ভাষা শহীদদের স্মরণ করছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে যারা নিজের প্রাণ উৎসর্গ করল তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে দেশের আনাচে-কানাচে তৈরি হয়েছে শহীদ মিনার। সারাদেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে এসব শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের অবদানকে স্মরণ করে। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদকালে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এটি বাংলাদেশ এবং এদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি অসামান্য অর্জন। জাতিসংঘ কর্তৃক এ ঘোষণার পর তৎকালীন সরকার দেশে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানকে সঙ্গে করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার সেগুনবাগিচায় ভবনটির নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন এবং ২০১০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ইন্সটিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু নানা জটিলতার কবলে পড়ে এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আজো পর্যন্ত ভবনটির প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। এটি খুবই দুঃখজনক ও মর্মাহত হওয়ার মতো একটি বিষয়। আমরা চাই, বর্তমান সরকার ভবনটিতে মাতৃভাষা চর্চার যাবতীয় কার্যক্রম শুরু করতে আন্তরিকতার উদ্যোগ নিবে।

আমরা জানি পৃথিবীর সব ভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার পাশাপাশি হুমকির মুখে পতিত হওয়া ভাষার বিস্তার ঘটানো, বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে গবেষণা করাসহ ভাষা সংক্রান্ত সব ধরনের কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ইন্সটিটিউটটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখতে প্রযুক্তি ও আধুনিকতার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা ও ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হলেও শুধু লোকবলের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি অবহেলিত ও অকার্যকর হয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে জনবল নিয়োগের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তবে তা কবে সম্পন্ন হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা মনে করি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দ্রুততার সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের লোকবল নিয়োগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এর কার্যক্রম শুরু করতে সর্বাত্মক সহায়তায় এগিয়ে আসবে।

দুঃখজনক সত্য হলো, আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা সবকিছুকে রাজনৈতিক নোংরা খেলায় টেনে আনেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রও এর থেকে রেহাই পায়নি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ভবনটির নির্মাণ কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। এটি কোনো রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে না। এদেশের রাজনীতিবিদসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেককেই দেশের স্বার্থ ও ভাবমূর্তি রক্ষা করাকে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে আমরা পশ্চাৎপদ ও অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবেই বিবেচিত হতে চাই না।

> এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আজো পর্যন্ত ভবনটির প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। এটি খুবই দুঃখজনক ও মর্মাহত হওয়ার মতো একটি বিষয়। আমরা চাই, বর্তমান সরকার ভবনটিতে মাতৃভাষা চর্চার যাবতীয় কার্যক্রম শুরু করতে আন্তরিকতার উদ্যোগ নিবে।